তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮২

**মৌসুমি ভোট লুটেরাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে হবে**

**রাঙ্গুনিয়াবাসীকে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘গ্রাম এখন শহরে পরিণত হয়েছে, শহরের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে গ্রামে। আওয়ামী লীগ সরকার গ্রামে যেসব রাস্তাঘাটগুলো তৈরি করেছে তার গর্তগুলো ভরাট করার ক্ষমতাও নেই বিএনপির।’ ‘অথচ ভোট আসলে তারা সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরে এসে বড় বড় কথা বলবে, তাই এসব মৌসুমি ভোট লুটেরাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে হবে বলে সতর্কবার্তা দেন মন্ত্রী।

আজ মন্ত্রী তাঁর নিজ নির্বাচনি এলাকা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা আয়োজিত সরকারের সামাজিক কর্মসূচির উপকারভোগীদের সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন। রাঙ্গুনিয়া পৌর মাঠে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মেয়র মোঃ শাহজাহান সিকদার।

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদানে দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলে এখন বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিডিও কলে দেখে দেখে কথা বলা যায়। এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে টেলিভিশন, ফ্রিজ, আবার অনেকের ঘরে এসি। এ সব ১৪ বছর আগে ছিল না।’

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘আগে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ থাকলেও মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ আসতো। আর এখন বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ যায়। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ শেখ হাসিনার অবদান এবং বদলে যাওয়া বাংলাদেশের চিত্র।’

চট্টগ্রাম ৭ আসনের সংসদ সদস্য হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ মানুষের মাঝে ২২ প্রকারের ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ডে বিনামূল্যে চাল ও এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ৫ কোটি মানুষকে স্বল্পমূল্যে পণ্য দিচ্ছে, ৫০ লাখ ওএমএস কার্ডের মাধ্যমে, ইদ এবং পুজোয় বিনা পয়সায় চাল দেওয়া হয়। বিনা পয়সায় বছরের প্রথম দিন নতুন বই দেওয়া হয়।’

মন্ত্রী বলেন, করোনার সময় বিনা পয়সায় টিকা দেয়া হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩০ প্রকারের ঔষধ ফ্রি দেয়া হচ্ছে। আগে ক্ষমতায় জিয়া, খালেদা জিয়া, এরশাদ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারও ছিল। এ ধরনের ভাতা এবং সাহায্যগুলো আগে কখনো ছিল না, নৌকা মার্কার সরকার এসব করেছে।'

রাঙ্গুনিয়ার সন্তান ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আগে রাঙ্গুনিয়ার মানুষকে নানা আশ্বাস দিয়ে ঠকানো হতো। রাঙ্গুনিয়া থেকে বরাদ্দ কেটে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো। বর্তমানে উন্নয়নে রাঙ্গুনিয়ার চিত্র পাল্টে গেছে। গত ১৪ বছর আমি আপনাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি। সবার জন্য আমার দরজা উন্মুক্ত রেখেছি। সামনে নির্বাচন, আশা করি আপনারাও আমার জন্য আপনাদের দরজাটি খোলা রাখবেন।’

পৌর কাউন্সিলর জালাল উদ্দিন ও জসিম উদ্দিন শাহ’র যৌথ সঞ্চালনায় সমাবেশে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বজন কুমার তালুকদার, চট্টগ্রাম উত্তরজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম তালুকদারসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন।’

#

আকরাম/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২৩১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮১

**বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ এখন আকর্ষণীয় গন্তব্য**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং প্রণোদনার সাথে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পরিশ্রম এবং মেধার গুনে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প আজ শুধু প্রধান রপ্তানিখাতই নয়, আন্তর্জাতিক যে কোনো মানদন্ডে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প এখন বিশ্বমানের।

মন্ত্রী আজ ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে সাসটেইনেবল অ্যাপারেল ফোরাম ২০২৩ এর সমাপনী প্ল্যানারি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

বাংলাদেশে ১৯১টি লিড সার্টিফায়েড গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি রয়েছে এবং আরো ৫০০টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি  সাটিফিকেট প্রাপ্তির অপেক্ষায় আছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ এখন প্রস্তুত।

মন্ত্রী বলেন, যে কোনো মানদন্ডে বাংলাদেশ এখন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য। এ সময় মন্ত্রী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে আরো বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শুধু গার্মেন্টস শিল্পে নয়, কৃষি, ফার্মাসিউটিক্যাল, সিমেন্ট, চামড়া থেকে শুরু করে উদীয়মান বিভিন্ন খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে এদেশের ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ কর্মক্ষম জনগণ যারা কঠিন পরিশ্রম করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সাথে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

এ সময় মন্ত্রী তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করে বলেন, অনেক তরুণ-তরুণী ফ্রিল্যান্সিং এবং অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমেও নিজেদের স্বাবলম্বী করার সাথে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বহুমুখী রপ্তানির উপর জোর দিয়েছেন। সে লক্ষ্য অর্জনে গার্মেন্টসসহ সকল খাতের উদ্যোক্তাদের একযোগে কাজ করতে হবে।

#

হেমায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮০

**দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে বর্তমান সরকার**

**-- সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

যশোর, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শিতায় বর্তমান সরকার দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে বলে মন্তব্য করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

প্রতিমন্ত্রী আজ যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় মনিরামপুর সরকারি বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও কৃর্তী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ মন্তব্য করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। নারী শিক্ষা প্রসারে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন বছরের শুরুতে বই উৎসব পালন করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সকল সংকট মোকাবেলা করে জাতির পিতা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা চক্রান্ত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করতে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর হত্যার মধ্য দিয়ে দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করে প্রকৃত ইতিহাস পাল্টে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে মনগড়া ইতিহাস তুলে ধরা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষার্থীরা আজ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও সংস্কৃতি জানতে পারছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র কাজী মাহমুদুল হাসান, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার গোলাম আযম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম চক্রবর্তী বাচ্চু, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলী হাসান প্রমুখ।

#

হাবীব/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ১০৭৯

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মোবাইল সেট সহজলভ্য ও ইন্টারনেট সাশ্রয়ী করতে হবে**

**--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

          ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে মোবাইল সেট সহজলভ্য করার পাশাপাশি মোবাইল ইন্টারনেটকে সাশ্রয়ী করতে হবে। তিনি বলেন, শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে বিদেশ থেকে মোবাইল সেট এনে বাংলাদেশের মোবাইল উৎপাদকদের প্রচণ্ড ক্ষতি করা বন্ধ করতে হবে। এসব বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মন্ত্রী বিটিআরসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।

          মন্ত্রী আজ ঢাকায় বিটিআরসির সভাকক্ষে মোবাইল অপারেটর, মোবাইল উৎপাদন খাত এবং আইএসপিএবিসহ টেলিযোগাযোগ খাতের অংশীজনদের নিয়ে সাধারণের মধ্যে স্মার্ট ডিভাইস সহজলভ্যকরণ বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে  প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

          বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার- এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন ডাক  ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান। অনুষ্ঠানে বিটিআরসির কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসাইন এবং মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট রুহুল আলম আল মাহবুব বক্তৃতা করেন।

          ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোবাইল উৎপাদনে সরকারের সহযোগিতার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করে বলেন, ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোবাইলফোন উৎপাদনের ভিত্তি তৈরি করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দেশে ১৫টি উৎপাদন কারখানা গড়ে উঠেছে এবং এসব কারখানায় উৎপাদিত মোবাইল ফোন দেশের মোবাইল ফোনের চাহিদা মিটাতে সক্ষমতা অর্জন করছে। তিনি মোবাইল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোবাইলের পাশাপাশি দেশে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ এবং ট্যাব উৎপাদনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং এই ব্যাপারে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে মন্ত্রী সাবেক অর্থমন্ত্রী এম এ মুহিতের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট ডিভাইস অপরিহার্য উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ -৯৯ অর্থবছরে কম্পিউটারের ওপর থেকে ভ্যাট

ট্যাক্স প্রত্যাহার করে দেশে কম্পিউটার বিপ্লবের অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায়  কম্পিউটার সাধারণের ক্রয় ক্ষমতায় আসে। কম্পিউটারকেও আমরা স্মার্ট ডিভাইস হিসেবে দেখবো উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সরকার এরই মধ্যে সফটওয়্যার রপ্তানির মতো ডিজিটাল ডিভাইস রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রণোদনা দিচ্ছে। এর ফলে দেশে স্মার্ট ডিভাইস শিল্প যেমন বিকাশ লাভ করবে তেমনি পরোক্ষভাবে জাতীয় রপ্তানিতেও এই খাত বড় অবদান রাখবে। এক্ষেত্রে ভিয়েতনাম অনন্য একটি দৃষ্টান্ত এবং দেশটি মোবাইল ফোন রপ্তানি থেকে বার্ষিক ১৫ বিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

          অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব স্মার্ট মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সাধারণের জন্য সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট সংযোগের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এটি সহজলভ্য করতে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নসহ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কাজ করছে।

          বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান সেমিনার থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শের আলোকে এ বিষয়ে একটি কার্যকর নীতিমালা তৈরি এবং সে আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

 শেফায়েত/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর: ১০৭৮

**সৌদি রাষ্ট্রদূতের দোলেশ্বর হানাফিয়া জামে মসজিদ পরিদর্শন**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ)

আজ কেরানীগঞ্জস্থ দোলেশ্বর হানাফিয়া জামে মসজিদ পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসেফ বিন আল-দুহাইলান। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে এই হানাফিয়া জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এর অপূর্ব নির্মাণশৈলী প্রাকৃতিকভাবেই মসজিদকে শীতল রাখে। তিনি বলেন, দেশের অন্যান্য স্থাপনায় প্রাকৃতিক আলো বেশি ব্যবহার করা গেলে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হবে।

প্রতিমন্ত্রী পরিদর্শনকালে সৌদি রাষ্ট্রদূতকে এ মসজিদ নির্মাণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি জানান, তার পূর্বপুরুষদের হাত ধরে বাংলা ১২৭৫ ও হিজরি ১২২৮ সনে মসজিদটি নির্মিত হয়। কালের পরিক্রমায় ইংরেজি ১৯৬৮ সনে অধ্যাপক হামিদুর রহমান মিনারসহ মসজিদটির বর্ধিতাংশ নির্মাণ করেন। দেড়শো বছরের পুরাতন এ মসজিদকে ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে সংস্কার করে স্বরূপে রেখে পাশে একটি অত্যাধুনিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুরানো মসজিদটি ২০২১ সালে UNESCO Cultural Heritage Conservation পুরস্কার এবং লাল মসজিদটি কয়েকদিনের ব্যবধানে সৌদি আরবের আব্দুল লতিফ ফাওজান আন্তর্জাতিক ‘মসজিদ স্থাপত্য শিল্প বিষয়ক অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করে।

সৌদি রাষ্ট্রদূত এসময় বলেন, এই মসজিদের মাধ্যমে যে সম্মান অর্জিত হয়েছে তা সারা বাংলাদেশের অর্জন। ঐতিহ্য সংরক্ষণে মসজিদটি সারা বিশ্বের সামনে একটি উজ্জ্বলতর উদাহরণ। এ সময় তিনি মসজিদে ১০০টি কোরআন শরীফ প্রদান করেন এবং প্রতিমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

#

আসলাম/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৭৭

**মুরগির দাম ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সরকার**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ)

মুরগির দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, রোজার সময় মুরগির দাম আর বাড়বে না। রমজানে পোল্ট্রি বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার সজাগ থাকবে। তবে বাজারে ইতোমধ্যেই অনেক দাম বেড়ে আছে। এই অস্বাভাবিক দাম রাতারাতি কমে আসবে না। মুরগির দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টরা সমন্বিতভাবে কাজ করছে। এ বাজার স্বাভাবিক হতে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে।

আজ রাজধানীর কুড়িলে বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পোলট্রি শোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। ওয়ার্ল্ড’স পোল্ট্রি সাইন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখা (ওয়াপসা-বিবি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এসময় দাম বাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী বলেন, বাজারে সরবরাহ সংকটের কারণেই মূলত  মুরগির দাম বেড়েছে।  দীর্ঘদিন খামারিরা লস করেছে, অনেক খামার বন্ধ হয়ে গেছে, নতুন বাচ্চা তুলেনি, যার কারণে উৎপাদন ও সরবরাহ অনেক কমেছে। এছাড়া মুরগির খাবারের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে অস্বাভাবিক বেড়েছে । এসব কারণে বাজার অনেক চড়া, মানুষ কিনতে পারছে না।

মন্ত্রী বলেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অস্বাভাবিকভাবে বাচ্চার দাম ও খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। তাই ভোক্তা, উৎপাদক, খামারি, ব্যবসায়ীসহ সবার স্বার্থ সুরক্ষায় একটি শক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও নীতিমালা থাকা দরকার।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। এখন চ্যালেঞ্জ হলো সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করা। অনেক চালনির্ভর দেশের চেয়ে আমরা বেশি চাল খাই, কিন্তু আমাদের প্রোটিন খাওয়ার হার কম। তাই প্রয়োজনীয় দুধ, ডিম, মাছ-মাংস, ফল-সবজি যেন মানুষ খেতে পায়, সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দেশের মানুষের প্রোটিনের সহজ উৎস ব্রয়লার মুরগি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ব্রয়লার মুরগির মাংস নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

  ওয়ার্ল্ড’স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখার (ওয়াপসা-বিবি) সভাপতি মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এমদাদুল হক তালুকদার, বিএলআরই'র মহাপরিচালক এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন, এসোসিয়েশনের মহাসচিব মাহবুব হাসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/রাহাত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২০২১ঘণ্টা

Handout Number : 1076

**Manjurul Karim Khan Chowdhury appointed as ambassador to Iran**

Dhaka, 16 March :

The Government has decided to appoint Ambassador Manjurul Karim Khan Chowdhury, the currently serving Bangladesh Envoy to Myanmar, as the next Ambassador of Bangladesh to the Islamic Republic of Iran. He is going to replace Ambassador A.F.M. Gousal Azam Sarker in this capacity.

A career diplomat, Ambassador Manjurul Karim Khan Chowdhury belongs to the 17th batch of BCS (Foreign Affairs) Cadre. Joining the service in 1998, he has served the government extensively both at home and abroad. In his distinguished diplomatic career, apart from his current ambassadorial assignment, he served in various capacities at such Bangladesh missions as Bandar Seri Begawan, Rome and London. He was also Bangladesh Consul General in Istanbul.

Hailing from Habiganj, Ambassador Chowdhury obtained his Bachelor of Science in Engineering (Mechanical) from Bangladesh University of Engineering & Technology (BUET), Dhaka. Later on, he completed his Masters in Geopolitics and Global Security from the University La Sapienza, Rome, Italy.

In his personal life, Ambassador Chowdhury is married and blessed with a daughter and a son.

#

Mohsin/Rahat/Mosharaf/Joynul/2023/2040hour

তথ্যবিবরণী                                                            নম্বর : ১০৭৫

**জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে**

**---পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সাথে বাংলাদেশে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রুপ পিটারসেন, আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আবদুল্লাহ খাসেইফ আল হামুদি এবং আরব রিপাবলিক অভ্ মিশরের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিনা মাকারি আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বৈঠক করেন। বৈ

এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, বিশ্বকে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেন, কিছু জটিল বিষয়ে আমাদের সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিতব্য COP28-এ ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তহবিলের উৎস অবশ্যই COP28-এ চূড়ান্ত করতে হবে। এই ক্ষয়ক্ষতির তহবিলগুলো জলবায়ু অভিযোজনের জন্য অন্যান্য তহবিলের সাথে কোনো আপস না করে নতুন এবং অতিরিক্ত হওয়া উচিত। আমাদের ক্ষয়ক্ষতির তহবিলের কাঠামো এবং পরিচালনার পদ্ধতিতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়া দরকার যাতে এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্যকর করা যায়।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫℃-এর মধ্যে রাখার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক GHG নির্গমন ৪৩ শতাংশ কমাতে ‘মিটিগেশন ওয়ার্ক প্রোগ্রাম’-এ দলগুলোর ঐক্যমত পোষণ করতে হবে। COP29-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য NCQG-তে COP28-এ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি থাকতে হবে। আমাদের জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞা চূড়ান্ত করতে হবে। NCQG গৃহীত হওয়ার আগে আমরা উন্নত দেশগুলোর দ্বারা ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক অর্জনের জন্যও উন্মুখ; এ লক্ষ্য অর্জন না করে, একটি নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা দলগুলোর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। এসময় মন্ত্রী এই মাসে কোপেনহেগেন জলবায়ু মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করার জন্য ডেনমার্ক সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রাপ পিটারসেন বলেন, শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবেই নয় সফলভাবে এ ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর অন্যতম।

বাংলাদেশে নিযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আগামী নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিতব্য কপ-২৮ এ ‘লস এন্ড ড্যামেজ’সহ অন্যান্য এজেন্ডাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে।

#

দীপংকর/আরমান/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/২১২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৭৪

**স্মার্ট ক্লাসরুমের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম শিক্ষার্থী তৈরি হবে**

**--শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ)

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন,দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে পর্যায়ক্রমে আরো প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে। শিক্ষার্থীদের টেকনোলজি ব্যবহারে পারদর্শিতা সমাজে বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে।

মন্ত্রী আজ চাঁদপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ‘চীন-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট’ এর আওতায় চাঁদপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে স্মার্ট ক্লাসরুম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত Yao Wen বলেন, বাংলাদেশের তরুণদের স্মার্ট ক্লাসরুমের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা যাবে। এর ফলে বাংলাদেশে স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

#

জাহিদ/আরমান/সিরাজ/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৭৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ)

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৫৮০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৭০২ জন।

#

সুলতানা/আরমান/সিরাজ/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ১০৭২

**পরাজয় নিশ্চিত জেনেই সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির**

**নির্বাচনে ব্যালট ছিনতাই করেছে বিএনপি-পন্থীরা**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই বিএনপি-পন্থীরা ব্যালট ছিনতাই করেছে। গতকাল ১৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে বিএনপি দলীয় আইনজীবীরা এই যে ঘটনা ঘটিয়েছে এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে, বিচার বিভাগের ইতিহাসে, সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে কালিমা লেপন করেছে।’

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। মহিলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি এমপি’র সভাপতিত্বে সভায় সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

ড. হাছান বলেন, ‘আপনাদের মনে আছে, ইতিপূর্বে বিএনপির আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মেরেছিল। গতকাল তারা ব্যালট বাক্স এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই করেছে। তারা আসলে প্রতিষ্ঠানকেই ধ্বংস করতে চায়। কোনো প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলুক সেটি তারা চায় না।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি জানে যে, তারা ঢাকা বার নির্বাচনে হেরেছে, সেখানে হারার পর তারা বুঝতে পেরেছে যে সুপ্রিম কোর্টে তাদের হার নিশ্চিত। সে কারণে তারা প্রথমে ভোট বর্জনের নাটক পরে আবার ব্যালট পেপার ছিনতাই করলো। সুতরাং এভাবে তারা সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করতে চায়। তারা আগামী নির্বাচনকেও বাধাগ্রস্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে নির্বাচন কারো জন্য থেমে থাকবে না ২০১৪ সালের নির্বাচন যেমন কারো জন্য থেমে থাকে নাই, ২০১৮ সালের নির্বাচনও কারো জন্য থেমে থাকে নাই, আগামী ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে নির্বাচন কিংবা এ বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনও কারো জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি নেতা তারেক রহমান নির্বাচন চায় না, বেগম খালেদা জিয়াও নির্বাচন চায় না। কারণ উনারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। উনারা যেহেতু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, এজন্য উনারা নির্বাচন চায় না। তবে আপনাদের অনেক নেতা নির্বাচন চায়। বিএনপি নির্বাচন বর্জন করলেও আমি বলতে পারি বিএনপির নেতারা নির্বাচন করবে। সুতরাং নির্বাচন সবাইকে নিয়েই হবে ইনশাআল্লাহ।’

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আমি মহিলা আওয়ামী লীগকে বলবো আমাদের নির্বাচন সন্নিকটে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী, সুতরাং নারীদের কাছে ১৪ বছরে বাংলাদেশ বদলে যাওয়ার ইতিহাস ও বন্দনা পৌঁছে দিতে হবে, নারীদেরকে সংগঠিত করতে হবে। আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশটাকে যেভাবে বদলে দিয়েছেন, নারীদের সামাজিক মর্যাদা যেভাবে উন্নীত করেছেন, এই বদলে যাওয়ার কাহিনীটা তাদেরকে শোনাতে হবে। আমরা যদি সঠিকভাবে শোনাতে পারি, নারীরা অবশ্যই অন্য কোথাও ভোট দেবে না। আমি আপনাদের অনুরোধ জানাবো সেই মহাপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।’

অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এনডিসি, বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য ফারজানা ইসলাম, বাংলাদেশ জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রথম নির্বাচিত নারী সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, জাতীয় কারাতে খেলোয়াড় মারজানা আক্তার প্রিয়া, প্রথম নারী মেট্রোরেল অপারেটর মরিয়ম আফিজা ও প্রথম নারী ট্রেন অপারেটর আসমা আক্তারকে সম্মাননা ভূষিত করেন অতিথিবৃন্দ।

#

আকরাম/আরমান/সিরাজ/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৮৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১০৭১

**কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে ৯ মিলিয়ন ডলার দিবে জাপান**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কারিগরি শিক্ষার যন্ত্রপাতি উন্নয়ন প্রকল্পে জাপান সরকার ৯৯৭ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (সমপরিমাণ আনুমানিক ৭৫.০৯৫ কোটি টাকা বা US$ 8.68 মিলিয়ন) অনুদান সহায়তা প্রদান করবে। গত সোমবার এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে ‘অনুদান চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। জাপান সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ঢাকায় নিযুক্ত জাইকা’র চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুতি তোমোহিদে।

প্রকল্পের জন্য জাপান সরকারের অনুদান সহায়তায় টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ল্যাব ও ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ সরবরাহ করা হবে। এছাড়া ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল এবং কম্পিউটার ল্যাব ও ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংস্কার এবং শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

জাপান বাংলাদেশের একক বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী দেশ। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। নমনীয় ঋণ ছাড়াও জাপান বিভিন্ন প্রকল্পে অনুদান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে, যার মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা হচ্ছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

#

ফাতেমা/পরীক্ষিৎ/কলি/আসমা/২০২৩/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৭০

**ঢাকার জনসংখ্যা এবং নাগরিক সুবিধায় সামঞ্জস্য আনতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন**

**- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকা মেগাসিটির জনসংখ্যা এবং নাগরিক সুবিধা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে দুর্ভোগ কমবে না।

এক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ, গ্যাস কিংবা পানিসহ যে কোন ইউটিলিটি সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সক্ষমতা রয়েছে। তার তুলনায় জনসংখ্যা অতিরিক্ত হলে সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর চাপ পড়ে এবং সেবা প্রদান বিঘ্নিত হয়।

তিনি আজ রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে ঢাকা ওয়াসা আয়োজিত বিল কালেকশন অ্যাওয়ার্ড ২০০২১-২২ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

ওয়াসার পানির দাম জোনভিত্তিক নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, ঢাকার অভিজাত এলাকার পানির মূল্য আর দরিদ্র জনবহুল এলাকার পানির মূল্য একই হওয়া বৈষম্যমূলক।

এ সময় মন্ত্রী জানান, ২০০৯ সালে ওয়াসার রাজস্ব আহরণ ৪০০ কোটি থেকে বর্তমানে তা ২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশকে ৩৫তম অর্থনীতির দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে সাড়ে বারো হাজার মার্কিন ডলার মাথাপিছু আয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও স্মার্ট রাষ্ট্রে উন্নীত করতে বর্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে সরকার।

তিনি বলেন, উন্নত অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সম্পদের বৈষম্য কম। এখন বাংলাদেশের গ্রামের অর্থনীতিও অনেক শক্তিশালী। জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে ঢাকায় বায়ু দূষণ ও যানজট থেকে শুরু করে নানা প্রকারের দূষণ হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে ঢাকা শহরের মানুষের কর্মস্পৃহা এবং কর্মঘন্টা নষ্ট হচ্ছে, এই শহরকে দূষণমুক্ত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ওয়াসার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন্ড সিইও ইঞ্জিনিয়ার তাকসিম এ খান।

#

হেমায়েত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১৫০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ১০৬৯

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

**আগামীকাল সকল মসজিদে দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ ‍মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আগামীকাল শুক্রবার সকাল ১০.৩০ টায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা সভা, কোরানখানি ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

দোয়া অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দেশের সকল মসজিদের খতিব, ইমাম ও মসজিদ কমিটিসহ সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

#

শায়লা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২৩/১৪৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর: ১০৬৮

**বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামীকাল ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। এসময় সশস্ত্র বাহিনী গার্ড অব অনার প্রদান করবে। ১৭ মার্চ সকালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হবে। এদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন’।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামীকাল টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানসূচিতে রয়েছে শিশু প্রতিনিধির বক্তব্য, বঙ্গবন্ধু ও শিশু অধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, কাব্যনৃত্যগীতি আলেখ্যানুষ্ঠান এবং বই মেলা। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান এবং অসচ্ছল মেধাবী শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক অনুদান বিতরণ করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।

দিবসটি উপলক্ষ্যে জেলা ও উপজেলায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ স্ব স্ব কর্মসূচি গ্রহণ করবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ও পোস্টার প্রকাশ করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা করা হবে। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, কমিউনিটি রেডিও এবং এফএম রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রয়েছে শিশুর স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টি ও খাদ্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপিত হবে। দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

#

আলমগীর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১২০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৭

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

**আগামীকাল সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল ১৭ মার্চ দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

#

ইলিয়াস/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/কলি/আসমা/২০২৩/১১৪০ ঘণ্টা

Handout Number :1066

**President's message on the occasion of the Birth Anniversary of**

**Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Birth Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :

“March 17 is a memorable day in the history of the Bengali nation. On this day in 1920 the greatest Bangalee of all time, the architect of sovereign and independent Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born in Tungipara, a secluded village in Gopalganj. On the occasion of the 103rd Birth Anniversary of the Father of the Nation, I pay my deep homage to this great leader.

Bangabandhu spent his childhood in a free environment and muddy paths through open fields of his village. From his boyhood, he was very kind and generous to humanity but uncompromising in attaining the rights. He always used to engage himself with philanthropic works as well as with the alleviation of the sufferings of others. Every moment of his life, wherever he found injustice, exploitation and torture, he went into action for protest. He took part in anti-British rallies at the age of 14. He ran the Muslim Seba Samity to meet the educational expenses of poor students. In the early forties of the last century, after coming into contact with Huseyn Shaheed Suhrawardy, Sher-e-Bangla A K Fazlul Haque and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, Bangabandhu, as a young student leader, got involved in active politics.

Shortly after the partition of 1947, the young leader Sheikh Mujib realized that despite being liberated from British rule, the Bangalees were again being exploited by that of the West Pakistan. The rulers first attacked Bangla, the mother tongue of Bangalees. Bangabandhu was arrested from the Secretariat Gate on 11 March 1948 while observing strike demanding Bangla language. Thus he moved forward on the path of realizing the rights of Bangalees, through movement, struggle and imprisonment. He led the nation in every democratic and freedom movement including All-party State Language Action Committee formed in 1948, the Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 for attaining the freedom and rights of our people. He was sent to jail several times and had to bear inhuman sufferings for his active participation in those movements. But he never compromised with the Pakistani rulers on the question of establishing the rights of Bangalees.

On 7th March in 1971 at the Race Course Maidan, keeping with the emotions and aspirations of the Bangalees, Bangabandhu uttered in his thunderous voice. ‘The struggle this time is the struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for independence’. This historic address was, in fact, a clarion call of our Independence. How an address can wake up the whole nation, inspire them to leap into the War of Liberation for Independence, the historic 7th March Speech by Bangabandhu is its unique example! In this speech Bangabandhu not only called for independence but also outlined the War of Liberation and gave directions on the future course of action. On the night of March 25, when Pakistani invaders attacked the unarmed Bangalees in a blaze, the Father of the Nation declared the long-cherished Independence on 26th March in 1971. We achieved ultimate victory through a nine-month long armed struggle under the leadership of Bangabandhu. During our War of Liberation, Bangabandhu was confined in Pakistan jail and the then Pakistani ruler farcically awarded him death sentence. But Bangabandhu said, ‘When I go to the gallows, I will say I am a Bangalee, Bangla is my country. Bangla is my language’. For his extraordinary contributions to the country and people, Bangla, Bangladesh and Bangabandhu have emerged as a single and identical entity to the people of Bangladesh. Just after the Independence, Bangabandhu returned home on 10th January in 1972 being free from Pakistan Jail. He put all-out efforts to rebuild the war-torn economy. He took all preparations to build the country as ‘Sonar Bangla’. But the anti-liberation forces did not let Bangabandhu materialize that dream as the murderer group assassinated him and almost all of his family members on 15th August in 1975.

Bangabandhu wanted to make a strong position of Bangladesh in all the way. Bangabandhu taught us how to reach the goal overcoming various obstacles. In the historic speech of March 7, he said, ‘You can't keep seven crores of people subjugated.’ Bangladesh, which became independent under the leadership of Bangabandhu, is now a developing country after going through many ups and downs. Today, his worthy successor, Prime Minister Sheikh Hasina, continues to realize the unfulfilled dreams of the Father of the Nation by proving all fears and negative predictions wrong. Today, under her strong and visionary leadership, we are moving fast towards building a developed and prosperous Bangladesh.

Bangabandhu is the source of eternal inspiration to the Bengali nation. In politics, Bangabandhu appeared as a symbol of principle and ideals. If you want to know Bangladesh, you have to know about the struggle for freedom and the Liberation War of Bangalees, you have to know Bangabandhu. Let the nation move forward on the path of building a prosperous Bangladesh free from hunger and poverty by embracing the spirit of the Liberation War and the ideology of the Father of the Nation, let it anchor in Bangabandhu's ‘Sonar Bangla’.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Mehedi/Parikshit/Mahmuda/Asma/2023/1000 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৫

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৭ মার্চ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী’ ও ‘জাতীয় শিশু দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং ‘জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং দেশের সকল শিশুসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতীয় শিশু দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য- ‘স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ঐতিহ্যবাহী শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, দয়ালু এবং পরোপকারী। স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্ববরেণ্য নেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তকরা। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি বারবার কারারুদ্ধ হন। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত আন্দোলনে কারান্তরীণ অবস্থায় থেকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ’৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা, ’৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মমতা ছিল অপরিসীম। তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ; শিশুরাই তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। শিশুদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে- এই ভাবনা থেকেই জাতিসংঘ শিশুসনদের ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে তিনি শিশু আইন প্রণয়ন করেন। শিশু শিক্ষার বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন। শিশুরা যেন সৃজনশীল-মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে- তিনি সব সময় সেটাই চাইতেন। এজন্য তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে ১৭ মার্চকে ‘জাতীয় শিশু দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে।

আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী ‘জাতীয় শিশুনীতি’ প্রণয়ন করেছি। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। জাতীয় শিশু দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মহান নেতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণে এ দেশের শিশুদের যথাযোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের সরকারের মুখ্য লক্ষ্য। আমাদের শিশুরাই হবে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের সারথি। শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে দলমত নির্বিশেষে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমি আগামী দিনের কর্ণধার শিশু-কিশোরদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। আসুন, আমরা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও কল্যাণে আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি এবং সকলে মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং ‘জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

জাহিদ/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৬৪

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৭ মার্চ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী’ ও ‘জাতীয় শিশু দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১৭ মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

গ্রামের কাদা-জল, মেঠো পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদে নেমে পড়েছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। এছাড়া গরীব ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে ‘মুসলিম সেবা সমিতি’ পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা ‘বাংলা’র উপর। বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার হন। এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’, ‘৫২ এর ভাষা আন্দোলন’, ‘৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন’, ‘৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন’, ‘৬৬ এর ৬-দফা’, ‘৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান’, ৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা”। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। কিন্তু হায়েনার দল বুঝতে পারেনি জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে লোকান্তরের বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিশালী।

জলে-স্থলে-আকাশে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, “৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না”। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। আজ সকল আশাঙ্কা ও নেতিবাচক ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণ করে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিমুখে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে, নোঙ্গর ফেলুক বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলায়’।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা